ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

سورة ابراهيم : সুরা ইবরাহীম

১০৪। اكتب وجه التسمية لسورة ابراهيم - [সুরা ইবরাহীমের নামকরণের কারণ লেখ।]

১০৫। ما معنى الشكر؟ وما الفرق بينه وبين الحمد والمدح؟ [شكر -এর অর্থ কী? شكر এবং حمد ও مدح -এর মধ্যে পার্থক্য কী?]

১০৬। عرف التوكل والصبر والشكر - [صبر , توكل ও شكر -এর সংজ্ঞা লেখ।]

১০৭। هل الجنة والنار موجودتان؟ [জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি?]

১০৮। ما معنى قوله تعالى "شجرة طيبة"؟ [মহান আল্লাহর বাণী "شجرة طيبة" -এর অর্থ কী?]

১০৯। فسر قوله تعالى "ويضرب الله الامثال للناس" بالاختصار - [মহান আল্লাহর বাণী ويضرب الله الامثال للناس -এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর কর।]

১১০। ما المراد بـ "الشجرة الطيبة" و "الشجرة الخبيثة"؟ [الشجرة الطيبة দ্বারা কী এবং الشجرة الخبيثة দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]

১১১। بم شبه الله اعمال الكفار؟ [আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কাজ বা আমলকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?]

১১২। ما هى الاية التى تدل على الثبات عند سؤال المنكر والنكير في القبر؟ [কবরে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তরের সময় দৃঢ় থাকার ওপর নির্দেশক আয়াতটি কী?]

১১৩। ان مشيئة الله تابعة للحكمة، اثبت ذلك بالدلائل القطعية - [অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা হেকমতের অনুগামী।]

১১৪। ما الفرق بين قوله تعالى "اجعل هذا بلدا امنا" وبين قوله تعالى "اجعل هذا البلد امنا"؟ [মহান আল্লাহর বাণী اجعل هذا بلدا امنا ও اجعل هذا البلد امنا -এর মধ্যে পার্থক্য কী?]

১১৫।	فسر قوله تعالى "ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع ... الاية" - [মহান আল্লাহর বাণী ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع ... الاية -এর তাফসীর কর।]
১১৬।	ما المراد بقوله تعالى "بواد غير ذى زرع"؟ [মহান আল্লাহর বাণী بواد غير ذى زرع দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১১৭।	كيف جاز لابراهيم عليه السلام ان يستغفر لابويه وكانا من الكافرين؟ [হজরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতামাতা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য কীভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন?]

সূরা আল হিজর : سورة الحجر

১১৮।	متى نزلت سورة الحجر؟ [সূরা আল হিজর কখন নাযিল হয়েছে?]
১১৯।	بين اتهام الكفار للرسول عليه السلام بالجنون - [কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাগল বলে যে অপবাদ দিয়েছে, তা বর্ণনা কর।]
১২০।	اذكر صفات الجنة موجزا - [জান্নাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]
১২১।	هل كانت امرأة لوط عليه السلام مؤمنة ام كافرة؟ بين - [হজরত লুত (আ)-এর স্ত্রী মুমিনা ছিলেন না কাফেরা? বর্ণনা কর।]
১২২।	ما معنى المثانى في قوله تعالى "ولقد اتيناك سبعا من المثاني"؟ بين المثاني بالايجاز - [মহান আল্লাহর বাণী ولقد اتيناك سبعا من المثاني -এর মধ্যে المثاني শব্দের অর্থ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
১২৩।	لم سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ [সূরা আল ফাতিহাকে السبع المثاني নামকরণ করা হয়েছে কেন?]
১২৪।	بين قصة الرجل الذى اراد ان يمتحن الاديان - [যে লোকটি বিভিন্ন ধর্মের পরীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তার কাহিনি বর্ণনা কর।]

সূরা ইবরাহীম : سورة ابراهيم

১০৪। সূরা ইবরাহীমের নামকরণের কারণ লেখ। (اكتب وجه التسمية لسورة ابراهيم)

উত্তর: ভূমিকা: কুরআনুল কারীমের ১৪তম সূরা হলো 'সূরা ইবরাহীম'। এটি একটি মাক্কী সূরা এবং এতে ৫২টি আয়াত রয়েছে।

নামকরণের কারণ (وجه التسمية): এই সূরার ৩৫ থেকে ৪১ নং আয়াতে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ কিছু দোয়া বা প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। যদিও অন্যান্য সূরায় ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা ও ত্যাগের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু এই সূরায় তাঁর সেই ঐতিহাসিক দোয়ার উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি মক্কার মরূদ্যানে তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.)-কে রেখে আসার সময় করেছিলেন। তিনি দোয়া করেছিলেন: ১. এই শহরকে (মক্কা) নিরাপদ করার জন্য। ২. মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে ও নিজের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য। ৩. সন্তানরা যেন নামাজ কায়েম করে। ৪. মানুষের অন্তর যেন তাদের দিকে ধাবিত হয় এবং তারা ফলফলাদি দ্বারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়। এই বিশেষ দোয়াগুলো এবং ইবরাহীম (আ.)-এর তাওহীদী চেতনার বিস্তারিত বর্ণনার কারণেই এই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

১০৫। 'শুকর'-এর অর্থ কী? শুকর এবং হামদ ও মাদহ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما معنى الشكر؟ وما الفرق بينه وبين الحمد والمدح؟)

উত্তর: ১. শুকর (الشكر)-এর অর্থ: শুকর শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা ধন্যবাদ জানানো। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নিয়ামত পেয়ে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে 'শুকর' বলা হয়। এটি অন্তর, জিহ্বা এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করা হয়।

২. পার্থক্য (الفرق):

- **হামদ (الحمد) ও শুকর (الشكر):**

- **হামদ:** 'হামদ' অর্থ প্রশংসা। এটি গুণবাচক প্রশংসা, যা কোনো অনুগ্রহের বিনিময়ে হতে পারে আবার অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে। যেমন—আল্লাহর সত্তাগত গুণের প্রশংসা। এটি কেবল জিহ্বা দ্বারা হয়।
- **শুকর:** 'শুকর' কেবল কোনো অনুগ্রহ বা উপকারের বিনিময়ে করা হয়। তবে শুকর জিহ্বা, অন্তর ও আমল—তিনভাবেই হতে পারে। অর্থাৎ, 'হামদ' কারণের দিক থেকে ব্যাপক, আর 'শুকর' মাধ্যমের দিক থেকে ব্যাপক।

- **মাদহ (المدح) ও শুকর/হামদ:**
  - 'মাদহ' হলো সাধারণ প্রশংসা, যা জীবিত-মৃত, জড়বস্তু বা এমনকি অনিচ্ছাকৃত গুণের জন্যও করা যায় (যেমন—সুন্দর ফুলের প্রশংসা)। কিন্তু 'হামদ' ও 'শুকর' কেবল ইচ্ছাকৃত ভালো গুণের জন্য করা হয়।

১০৬। তাওয়াক্কুল, সবর ও শুকর-এর সংজ্ঞা লেখ। (عرف التوكل والصبر والشكر)

উত্তর: সূরা ইবরাহীমের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনের গুণাবলি হিসেবে এই তিনটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। নিচে এগুলোর পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

১. তাওয়াক্কুল (التوكل): আভিধানিক অর্থ ভরসা করা। পরিভাষায়, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা-তদবির বা উপকরণ গ্রহণ করার পর ফলাফলের জন্য মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা স্থাপন করাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে। আল্লাহ বলেন, ''মুমিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।'' (ইবরাহীম: ১১)

২. সবর (الصبر): আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া বা নিজেকে আটকে রাখা। পরিভাষায়, জীবনের কঠিন মুহূর্তে, বিপদাপদে এবং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে নফসের প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে সংযত রাখা এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকাকে 'সবর' বা ধৈর্য বলে। এই সূরায় বলা হয়েছে, কাফেরদের নির্যাতনে সবর করা অপরিহার্য।

৩. শুকর (الشكر): পরিভাষায়, দাতার দেওয়া নিয়ামতকে তাঁর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকাকে শুকর বলে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ''যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব।'' (ইবরাহীম: ৭)

১০৭। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? (هل الجنة والنار موجودتان؟)

উত্তর: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা: হ্যাঁ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানেও বাস্তবে বিদ্যমান এবং সৃষ্ট অবস্থায় আছে। এগুলো কিয়ামতের দিন নতুন করে সৃষ্টি করা হবে না, বরং এখনো আছে।

দলিলসমূহ: ১. কুরআনের আয়াত: সূরা ইবরাহীমসহ বিভিন্ন সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা অতীতকালের ক্রিয়াপদ (যেমন— 'উয়িদ্দাত' বা প্রস্তুত রাখা হয়েছে) ব্যবহার করেছেন। সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে, ''জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে'' এবং ''জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে''। প্রস্তুত রাখা মানেই হলো বর্তমানে অস্তিত্ব থাকা। ২. **মিরাজের ঘটনা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে জান্নাত ও জাহান্নাম সচক্ষে দেখেছেন এবং সেখানে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। যা অবাস্তব বা বর্তমানে নেই, তা দেখা সম্ভব ছিল না। ৩. **আদম (আ.)-এর বসবাস:** হজরত আদম (আ.) সৃষ্টির পর জান্নাতে বসবাস করেছিলেন, যা প্রমাণ করে জান্নাত পূর্ব থেকেই বিদ্যমান।

১০৮। মহান আল্লাহর বাণী 'শাজারাতান ত্বাইয়িবাহ'-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "شجرة طيبة"؟)

উত্তর: সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটি উপমা পেশ করেছেন: (اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) ''তুমি কি দেখ না আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমায়ে তাইয়্যিবা হলো একটি পবিত্র গাছের মতো...।''

'শাজারাতান ত্বাইয়িবাহ' (شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ)-এর অর্থ: ১. আক্ষরিক অর্থ: একটি উৎকৃষ্ট, পবিত্র ও কল্যাণকর গাছ। যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-

প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা সর্বদা সুমিষ্ট ফল দান করে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা **খেজুর গাছ (النخلة)** বা নারিকেল গাছ বোঝানো হয়েছে। ২. **তাফসীরি অর্থ:** এখানে 'পবিত্র গাছ' দ্বারা **'মুমিন ব্যক্তি'** অথবা **'কালিমায়ে তাইয়্যিবা' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)**-কে বোঝানো হয়েছে। মুমিনের ঈমান হলো এই গাছের শিকড়, যা অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। আর তার নেক আমল ও তাসবীহ হলো গাছের শাখা-প্রশাখা, যা আসমানের দিকে উত্থিত হয় এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

১০৯। মহান আল্লাহর বাণী 'ওয়া ইয়াদরিবুল্লাহুল আমছালা লিন্নাস' -এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "ويضرب الله الامثال للناس" بالاختصار)

উত্তর: আয়াত: (وَ يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) **অনুবাদ:** ''আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।''

সংক্ষিপ্ত তাফসীর: আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বিভিন্ন জটিল ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য পার্থিব জীবনের পরিচিত বস্তু দিয়ে উপমা (Example/Parable) পেশ করেন। ১. **উদ্দেশ্য:** মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ঈমান, কুফর, তাওহীদ বা শিরকের মতো বিমূর্ত ধারণাগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য আল্লাহ দৃশ্যমান বস্তুর (যেমন—গাছ, ছাই, আলো-অন্ধকার) উপমা দেন। ২. **উপকারিতা:** উপমার মাধ্যমে সত্য বিষয়টি মানুষের মস্তিষ্কে গেঁথে যায় এবং দীর্ঘকাল মনে থাকে। ৩. **প্রেক্ষাপট:** এখানে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য বোঝাতে যথাক্রমে 'উত্তম গাছ' ও 'মন্দ গাছের' উপমা দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ ঈমানের সৌন্দর্য ও কুফরের অসারতা অনুধাবন করতে পারে।

১১০। 'আশ-শাজারাতুত ত্বাইয়িবাহ' ও 'আশ-শাজারাতুল খবীছাহ' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بـ "الشجرة الطيبة" و "الشجرة الخبيثة"؟)

উত্তর: সূরা ইবরাহীমের ২৪ ও ২৬ নং আয়াতে দুটি বিপরীতধর্মী গাছের উপমা দেওয়া হয়েছে।

১. আশ-শাজারাতুত ত্বাইয়িবাহ (الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ):

- **অর্থ:** পবিত্র বা উৎকৃষ্ট গাছ।

- **তাৎপর্য:** এর দ্বারা **'কালিমায়ে তাওহীদ' (ঈমান)** এবং **'মুমিন ব্যক্তি'**-কে বোঝানো হয়েছে। যেমন গাছটি ফলদায়ক ও মজবুত, তেমনি মুমিনের ঈমানও মজবুত এবং তার নেক আমল সর্বদা আল্লাহর কাছে পৌঁছায়।

২. আশ-শাজারাতুল খবীছাহ (الشَّجَرَةُ الْخَبِيْثَةُ):

- **অর্থ:** অপবিত্র বা নিকৃষ্ট গাছ। মুফাসসিরগণের মতে, এটি হলো 'হানজাল' (বুনো ফল বা মাকাল ফল) বা রসুনের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে থাকে না, সহজেই উপড়ে ফেলা যায়।

- **তাৎপর্য:** এর দ্বারা **'কালিমায়ে কুফর' (শিরক)** এবং **'কাফের ব্যক্তি'**-কে বোঝানো হয়েছে। কুফরের কোনো ভিত্তি নেই, দলিল নেই এবং এর কোনো স্থায়িত্ব বা কল্যাণ নেই। আখেরাতে এটি কাফেরের কোনো কাজে আসবে না, যেমন শেকড়হীন গাছ কোনো কাজে আসে না।

১১১। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কাজ বা আমলকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? (بم شبه الله اعمال الكفار؟)

উত্তর: সূরা ইবরাহীমের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের নেক আমলকে (যেমন—দান-সদকা, মেহমানদারি) ঝড়ের দিনের ছাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন।

আয়াত: (مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ) **উপমা:** ''তাদের আমলগুলো ভস্ম বা ছাইয়ের মতো, যা ঝড়ো হাওয়াযুক্ত দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়।''

ব্যাখ্যা: আগুন যেমন কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনি কুফর মানুষের আমলকে ধ্বংস করে দেয়। ঝড়ের দিনে বাতাস যেমন ছাইকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি কিয়ামতের দিন কাফেরদের বাহ্যিক ভালো কাজগুলো আল্লাহর কাছে কোনো ওজন্ বা মূল্য রাখবে না। ঈমান না থাকার কারণে তারা এর কোনো প্রতিদান পাবে না।

১১২। কবরে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তরের সময় দৃঢ় থাকার ওপর নির্দেশক আয়াতটি কী? (ما هى الاية التى تدل على الثبات عند سؤال المنكر والنكير في القبر؟)

উত্তর: কবরে বা বারযাখ জীবনে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে মুমিনদের দৃঢ় থাকার বিষয়ে সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বলে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে।

আয়াতটি হলো: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ) **অর্থ:** ''আল্লাহ মুমিনদের সুপ্রতিষ্ঠিত কথার (কালিমায়ে তাইয়্যিবার) মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে (কবরে) অবিচল রাখেন।''

ব্যাখ্যা: সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ''যখন মুমিনকে কবরে বসানো হয় এবং সে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল'—এটাই হলো আল্লাহর বাণী 'ইউছাব্বিতুল্লাহুল্লাযীনা...'-এর মর্মার্থ।'' অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের ভয় দূর করে দেন এবং সঠিক উত্তর দেওয়ার তৌফিক দেন।

১১৩। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা হেকমতের অনুগামী। (ان مشيئة الله تابعة للحكمة، اثبت ذلك بالدلائل القطعية)

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা 'হাকীম' (প্রজ্ঞাময়)। তাঁর কোনো কাজ বা ইচ্ছা প্রজ্ঞা ও হেকমত ছাড়া হয় না। সূরা ইবরাহীমের ৪ নং আয়াতে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

দলিল ও যুক্তি: ১. নবী প্রেরণ: আল্লাহ বলেন, ''আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর জাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।'' (আয়াত ৪)। এখানে ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা হেকমতের অনুগামী হয়েছে, যাতে মানুষ সহজেই হেদায়েত বুঝতে পারে। **২. হেদায়েত ও গোমরাহি:** আয়াতে বলা হয়েছে, ''অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।'' এখানে 'ইচ্ছা' বা মাশিয়াত যথেচ্ছ নয়। আল্লাহ তাকেই পথভ্রষ্ট করেন যে সত্য বিমুখ (এটা তাঁর ইনসাফ ও হেকমত), আর তাকেই হেদায়েত দেন যে সত্য অনুসন্ধানী। **৩. উপসংহার:** আয়াতের শেষে বলা হয়েছে (وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) ''তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'' অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা (ইচ্ছা) তাঁর প্রজ্ঞার (হেকমত) সাথে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১১৪। মহান আল্লাহর বাণী 'ইজ'আল হাযা বালাদান আমিনান' ও 'ইজ'আল হাযাল বালাদা আমিনান' -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين قوله تعالى "اجعل هذا بلدا امنا" وبين قوله تعالى "اجعل هذا البلد امنا"؟)

উত্তর: হজরত ইবরাহীম (আ.) মক্কার জন্য দুইবার দোয়া করেছিলেন। দুই দোয়ার শব্দচয়নে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যা মক্কার ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম নির্দেশ করে।

পার্থক্য: ১. সূরা আল-বাকারা (১২৬ নং আয়াত): (رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا) এখানে **'বালাদান' (بَلَدًا)** শব্দটি নাকেরা বা অনির্দিষ্টবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ: ''হে রব! এই স্থানটিকে একটি নিরাপদ শহর বানান।'' *প্রেক্ষাপট:* এই দোয়াটি তখন করা হয়েছিল যখন মক্কা কোনো শহর ছিল না, বরং জনমানবহীন প্রান্তর ছিল। তাই তিনি এটিকে শহর হিসেবে গড়ে তোলার আর্জি জানান।

২. সূরা ইবরাহীম (৩৫ নং আয়াত): (رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا) এখানে **'আল-বালাদা' (الْبَلَدَ)** শব্দটি মারেফা বা নির্দিষ্টবাচক (আলিফ-লাম যুক্ত) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ: ''হে রব! এই শহরটিকে নিরাপদ রাখুন।'' *প্রেক্ষাপট:* এই দোয়াটি অনেক পরে করা হয়েছিল (ইসমাইল আ. বড় হওয়ার পর), যখন মক্কা ইতিমধ্যে একটি শহরে পরিণত হয়েছে। তাই তিনি বিদ্যমান নির্দিষ্ট শহরটির নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন।

১১৫। মহান আল্লাহর বাণী 'রব্বানা ইন্নী আসকান্তু মিন জুররিয়্যাতী...'-এর তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع ... الاية")

উত্তর: আয়াত: (رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ...)

তাফসীর: হজরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং দুগ্ধপোষ্য পুত্র ইসমাইলকে মক্কার জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে রেখে আসার সময়

এই দোয়াটি করেছিলেন। ১. **'মিন জুররিয়্যাতী' (আমার সন্তানদের একাংশ):** তিনি তাঁর সকল সন্তানকে নয়, বরং ইসমাইল ও তার বংশধরদের সেখানে রেখেছিলেন। ২. **উদ্দেশ্য:** তিনি বলেন, ''হে রব! তারা যেন নামাজ কায়েম করে।'' অর্থাৎ তাদের সেখানে রাখার মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াবী আবাদ নয়, বরং কাবার খেদমত ও ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. **আর্থ-সামাজিক দোয়া:** যেহেতু সেখানে ফসল হয় না, তাই তিনি দোয়া করলেন—''মানুষের অন্তর তাদের দিকে ধাবিত করুন (যাতে জনবসতি গড়ে ওঠে) এবং তাদের ফলমূল দ্বারা রিযিক দিন (অন্য স্থান থেকে আমদানি হয়ে)।'' আল্লাহ তাঁর এই দোয়া কবুল করেছেন; আজ সারা বিশ্ব থেকে মানুষ ও ফলমূল মক্কায় সমবেত হয়।

১১৬। মহান আল্লাহর বাণী 'বি ওয়াদিন গাইরি যী যার'ইন' দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى "بواد غير ذى زرع"؟)

উত্তর: শাব্দিক অর্থ: 'ওয়াদিন' অর্থ উপত্যকা। 'গাইরি যী যার'ইন' অর্থ শস্যহীন বা চাষাবাদের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ, ''এমন এক উপত্যকা যেখানে কোনো ফসল ফলে না।''

উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য: এর দ্বারা পবিত্র নগরী **'মক্কা মুকাররমা'**-কে বোঝানো হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে মক্কা চারদিকে পাহাড়ঘেরা একটি শুষ্ক ও রুক্ষ মরুভূমি অঞ্চল। সেখানে স্বাভাবিকভাবে কোনো নদী-নালা নেই এবং কৃষিকাজ বা শস্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ নেই। হজরত ইবরাহীম (আ.) দোয়ায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আল্লাহর কুদরতের ওপর তাঁর চরম তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, কোনো বাহ্যিক রিযিকের উৎস না থাকা সত্ত্বেও তিনি কেবল আল্লাহর ভরসায় স্ত্রী-সন্তানকে সেখানে রেখেছিলেন।

১১৭। হজরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতামাতা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য কীভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন? (كيف جاز لابراهيم عليه السلام ان يستغفر لابويه وكانا من الكافرين؟)

উত্তর: সূরা ইবরাহীমের ৪১ নং আয়াতে ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছেন: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ) ''হে আমাদের রব! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা

করুন।'' অথচ কাফেরদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। এর সমাধান মুফাসসিরগণ তিনটি উপায়ে দিয়েছেন:

১. **ওয়াদা রক্ষা:** ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ওয়াদা করেছিলেন যে, ''আমি তোমার জন্য রবের কাছে ক্ষমা চাইব।'' (সূরা মুমতাহিনা: ৪)। যতক্ষণ তিনি জানতেন না যে পিতা কুফরির ওপরই মারা যাবে, ততক্ষণ তিনি হেদায়েতের আশায় দোয়া করেছেন। ২. **সম্পর্ক ছিন্ন করা:** যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে পিতা আল্লাহর দুশমন (অর্থাৎ কুফরি অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত হলো বা মারা গেল), তখন তিনি দোয়া বন্ধ করে দেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করেন (তাবররা)। সূরা তাওবার ১১৪ নং আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। ৩. **মা মুমিন ছিলেন:** কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এই দোয়া তাঁর মায়ের জন্য হতে পারে যদি তিনি মুমিন হয়ে থাকেন, অথবা 'ওয়ালিদাইয়া' শব্দ দ্বারা তিনি আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বুঝিয়েছেন। তবে প্রথম মতটিই (ওয়াদা রক্ষা এবং পরে বর্জন) বিশুদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য।

সূরা আল হিজর : سورة الحجر

১১৮। সূরা আল হিজর কখন নাযিল হয়েছে? (متى نزلت سورة الحجر؟)

উত্তর: ভূমিকা: আল-কুরআনের ১৫তম সূরা হলো 'সূরা আল-হিজর'। এটি একটি মাক্কী সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৯৯।

অবতরণকাল (زمان النزول): মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা) অনুযায়ী, সূরা আল-হিজর সম্পূর্ণরূপে **মক্কায় অবতীর্ণ** হয়েছে। এটি মাক্কী জীবনের এমন এক পর্যায়ে নাজিল হয়েছিল যখন মক্কায় মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ঐতিহাসিক ক্রমধারা অনুযায়ী: ১. এটি সূরা ইউসুফ-এর পরে এবং সূরা আল-আন'আম-এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়। ২. নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে বা হিজরতের অল্প কিছুদিন আগে (মাক্কী জীবনের শেষ ভাগে) এটি নাজিল হয় বলে ধারণা করা হয়। কারণ, এতে নবীজি (সা.)-কে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের নির্দেশ (ফাসদা' বিমা তু'মার) এবং কাফেরদের উপহাসের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

১১৯। কাফেররা রাসুলুল্লাহ (স)-কে পাগল বলে যে অপবাদ দিয়েছে, তা বর্ণনা কর। (بين اتهام الكفار للرسول عليه السلام بالجنون)

উত্তর: সূরা আল-হিজরের ৬ নং আয়াতে কাফেরদের এই ধৃষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে: (وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ) ''তারা বলে, 'হে ব্যক্তি! যার প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে, তুমি তো নিশ্চয়ই এক উন্মাদ'।''

অপবাদের কারণ ও স্বরূপ: কাফেররা নবীজি (সা.)-কে 'মাজরুন' বা পাগল বলে অপবাদ দিত মূলত তিনটি কারণে: ১. **পার্থিব মোহ ত্যাগ:** তারা দেখত নবীজি (সা.) দুনিয়ার ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখেরাতের ভীতি ও দ্বীনের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হতো। ২. **অস্বাভাবিক দাবি:** একজন সাধারণ মানুষ হয়ে তিনি ওহী ও নবুওয়তের দাবি করছেন এবং ফেরেশতাদের দেখার কথা বলছেন—এটা তাদের কাছে পাগলামি মনে হতো। ৩. **উপহাস (ইস্তিহজা):** মূলত তারা বিশ্বাস করত না যে তিনি পাগল, বরং মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরানোর জন্য এবং তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য তারা বিদ্বেষবশত এই অপবাদ দিত। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

১২০। জান্নাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر صفات الجنة موجزا)

উত্তর: সূরা আল-হিজরের ৪৫ থেকে ৪৮ নং আয়াতে জান্নাত ও জান্নাতীদের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

জান্নাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ: ১. ঝর্ণাধারা ও উদ্যান: মুত্তাকীরা জান্নাতে ঘন সন্নিবেশিত বাগান (জান্নাত) এবং প্রবহমান ঝর্ণাধারার (উয়ূন) মধ্যে অবস্থান করবে। ২. **শান্তি ও নিরাপত্তা:** সেখানে প্রবেশের সময় তাদের বলা হবে, (اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ) ''তোমরা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর।'' সেখানে কোনো ভয়, মৃত্যু বা বিপদ থাকবে না। ৩. **অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূরীকরণ:** জান্নাতের অন্যতম বড় নিয়ামত হলো মানসিক প্রশান্তি। আল্লাহ বলেন, ''আমি তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ (গিল) দূর করে দেব।'' তারা একে অপরের ভাই হয়ে সামনাসামনি আসনে বসবে। ৪. **ক্লান্তিহীনতা:** সেখানে তাদের কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ (নাসাব) স্পর্শ করবে না। ৫. **চিরস্থায়ী আবাসন:** তাদের সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। তারা অনন্তকাল সেখানে সুখে থাকবে।

১২১। হজরত লুত (আ)-এর স্ত্রী মুমিনা ছিলেন না কাফেরা? বর্ণনা কর। (هل كانت امرأة لوط عليه السلام مؤمنة ام كافرة؟ بين)

উত্তর: হজরত লুত (আ.)-এর স্ত্রী ছিলেন একজন **কাফেরা** (অবিশ্বাসী)। যদিও তিনি একজন মহান নবীর স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তিনি ঈমান আনেননি।

বিস্তারিত বিবরণ: ১. বিশ্বাসগত অবস্থান: সূরা আল-হিজরের ৬০ নং আয়াতে তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে: (اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَاۤ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ) ''তার স্ত্রী ছাড়া; আমি ফয়সালা করেছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'' ২. **অপরাধের ধরণ:** তার অপরাধ ছিল 'খেয়ানত'। তবে নবীর স্ত্রী হিসেবে তার এই খেয়ানত ব্যভিচার ছিল না (আল্লাহ নবীদের স্ত্রীদের চারিত্রিক কলুষতা থেকে রক্ষা করেন)। তার খেয়ানত ছিল দ্বীনি ও গোপন তথ্য ফাঁসের ক্ষেত্রে। লুত (আ.)-এর মেহমান হিসেবে ফেরেশতারা আসলে তিনি গোপনে পাপাচারী কওমকে সেই সুশ্রী মেহমানদের খবর দিয়ে দিয়েছিলেন। ৩. **পরিণতি:** লুত (আ.) যখন রাতের শেষভাগে মুমিনদের নিয়ে জনপদ ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রীকেও সাথে নেননি (অথবা সে পিছে পড়ে গিয়েছিল)। ফলে পাথরের বৃষ্টিতে কওমের অন্যান্য কাফেরদের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

১২২। মহান আল্লাহর বাণী 'ওয়া লাকাদ আতাইনাকা সাব'আম মিনাল মাছানী...' -এর মধ্যে 'আল-মাছানী' শব্দের অর্থ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما معنى المثانى في قوله تعالى "ولقد اتيناك سبعا من المثاني"؟ بين بالايجاز)

উত্তর: সূরা আল-হিজরের ৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ) ''আমি আপনাকে 'সাব'আ আল-মাছানী' (সাতটি পুনঃপুনঃ আবৃত্ত আয়াত) এবং মহান কুরআন দান করেছি।''

'আল-মাছানী' (الْمَثَانِيْ)-এর অর্থ: শব্দটি 'মাছনা' (مثنى) এর বহুবচন। এর মূলধাতু 'ছানা' (ثناء) বা 'ছানিয়া' (ثنية)। এর অর্থ— **১. পুনরাবৃত্তি করা:** যা বারবার পড়া হয় বা বারবার আসে। ২. **প্রশংসা করা:** যাতে আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে। ৩. **দ্বি-প্রস্থ:** যাতে সব বিষয় জোড়ায় জোড়ায় বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন—জান্নাত-জাহান্নাম)।

তাফসীর: অধিকাংশ সাহাবী ও মুফাসসিরের মতে, এখানে 'সাব'আ মিনাল মাছানী' বা 'সাতটি মাছানী' দ্বারা **সূরা আল-ফাতিহা**-কে বোঝানো হয়েছে। কারণ এই সূরার সাতটি আয়াত নামাজে বারবার আবৃত্তি করা হয়। কারো কারো মতে, এর দ্বারা কুরআনের প্রথম সাতটি দীর্ঘ সূরা (তিওয়ালে সাব'আ) বোঝানো হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১২৩। সূরা আল ফাতিহাকে 'আস-সাব'উল মাছানী' নামকরণ করা হয়েছে কেন? (لم سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟)

উত্তর: সূরা আল-ফাতিহার অপর নাম হলো 'আস-সাব'উল মাছানী' (السَّبْعُ الْمَثَانِي)। সহিহ বুখারীর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন (সূরা ফাতিহা) হলো সাব'উল মাছানী এবং মহান কুরআন।''
নামকরণের কারণ: ১. সাব'আ (সাত): কারণ এই সূরায় সর্বসম্মতভাবে ৭টি আয়াত রয়েছে। ২. **মাছানী (পুনরাবৃত্তি):**

- **নামাজে পুনরাবৃত্তি:** প্রতি ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি রাকাতেই এই সূরাটি বারবার পড়া হয়। নামাজে অন্য সূরা পড়া ঐচ্ছিক হলেও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।
- **নাজিলে পুনরাবৃত্তি:** অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই সূরাটি দুইবার নাজিল হয়েছে—একবার মক্কায় এবং একবার মদিনায়। তাই একে 'মাছানী' বলা হয়।

- **প্রশংসা:** এই সূরায় বিশেষভাবে আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করা হয়েছে। মূলত, নামাজের প্রতি রাকাতে এর আবশ্যিক পুনরাবৃত্তির কারণেই একে এই বিশেষ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

১২৪। যে লোকটি বিভিন্ন ধর্মের পরীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তার কাহিনি বর্ণনা কর। (بين قصة الرجل الذى اراد ان يمتحن الاديان)

উত্তর: *(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি দ্বারা সাধারণত জাহেলী যুগের সেই সব ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যারা মূর্তিপূজার অসারতা বুঝতে পেরে সত্য দ্বীনের সন্ধান করেছিলেন অথবা যারা ইসলামের সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। আত-তাফসীরুল মুয়াসিরের প্রেক্ষাপটে এটি সালমান আল-ফারসি (রা.) অথবা মক্কার মুশরিকদের 'তাকসিম' বা বন্টনকারী দলের ঘটনা হতে পারে। এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো)*

সত্য সন্ধানী সালমান আল-ফারসি (রা.)-এর কাহিনি: হজরত সালমান আল-ফারসি (রা.) সত্য ধর্ম বা 'দ্বীনে হক' পাওয়ার জন্য দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা (ইমতিহান) করেছিলেন। ১. **অগ্নিপূজা ত্যাগ:** তিনি পারস্যের এক অগ্নিকুণ্ডের খাদেম ছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের ইবাদত দেখে তিনি অগ্নিপূজা ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং সত্যের সন্ধানে ঘর ছাড়েন। ২. **ধর্মযাজকদের সাহচর্য:** তিনি শাম (সিরিয়া) ও আমুরিয়াতে বিভিন্ন পাদ্রীর খেদমত করেন এবং তাওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান অর্জন করেন। ৩. **নবীজির সন্ধান:** শেষ পাদ্রী তাকে শেষনবীর আগমনের সুসংবাদ ও আলামত (সদকা খান না, হাদিয়া খান, মোহরে নবুওয়াত আছে) জানিয়ে মদিনায় যেতে বলেন। ৪. **পরীক্ষা ও ইসলাম গ্রহণ:** তিনি দাস হিসেবে মদিনায় আসেন এবং নবীজি (সা.)-এর মধ্যে সেই তিনটি আলামত পরীক্ষা করেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

(বিকল্প ব্যাখ্যা: যদি প্রশ্নটি সূরা হিজরের ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত 'মুকতাসিমীন' বা বন্টনকারীদের সম্পর্কে হয়, তবে তা ওলীদ ইবনে মুগিরা এবং তার সঙ্গীদের ঘটনা হবে, যারা কুরআনের ওপর 'জাদু', 'কবিতা' বা 'পাগলামি'র তকমা লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মের বিভিন্ন রূপরেখা পরীক্ষা করত।)